স্বদেশ প্রেমের কবিতা

সম্পাদনা
দিলীপকুমার রায়

পুনশ্চ

সবিনয় নিবেদন

জাতি জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে হয়তো মাঝে মাঝে বিরোধ ঘটে। তবে জাতিকে ভালোবাসা, জাতীয়তাবাদকে ভালোবাসা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবধর্ম। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার সীমিত ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু জাতীয়তাবাদ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করলে বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ববোধকে তা আহত করতে পারে। এরকম উদাহরণ পৃথিবীতে বেশ কয়েকবারই দেখা গেছে। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে বিশ্বপ্রীতির কোনো *জল অচল ভাগ বা বিরোধ নেহ*।

দেশের প্রতি আগ্রহ, দরদ, ভক্তি, ভালোবাসা মানব জীবনের স্বাভাবিক এক পরিণাম বলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় স্বদেশপ্রেম উচ্চারিত হয়েছে বহুবার, বহুভাবে। বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কাব্যের ঊষালগ্ন থেকেই স্বদেশ প্রেমের ধারা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ভারতবর্ষ একসময় ছিল পরাধীন। প্রায় দীর্ঘ দুশো বছর পর ভারতবর্ষ খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীন হয়। শুরু হয় ইউরোপীয় উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ। পরাধীন ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনে উত্তাল হয়েছে তখন এ দেশের কবিরা দেশপ্রেমের কবিতা লিখে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভাষা রূপ দিয়েছেন। কখনও কখনও সচেষ্টভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভাষা রূপ দেওয়ার জন্যে, দেশপ্রেমিক বীরদের উদ্বুদ্ধ করতে তারা স্বদেশ প্রেমের কবিতা লিখেছেন, আবার কখনও তারা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে মনে মনে পরাধীনতার মর্মজ্বালা অনুভব করে দেশ জননীর বন্দনা করেছেন। স্বদেশপ্রেমের কবিতা রচনার উদ্দেশ্য ও উৎস যাই হোক না কেন এই সব কবিতাগুলিতে অনাবিল আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে কবিদের *স্বতঃচারীত* হৃদয় ভাবের উন্মোচন ঘটেছে। বাংলার প্রকৃতি, নদী, মাঠ, মানুষ সবই তাদের কবিচিত্তকে স্পর্শ করেছে। স্বাধীনতার আবেগ, বন্দিনী দেশ জননীর যন্ত্রণা তাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল। দেশের মানুষকে স্বদেশ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে সে সময় কেউ কেউ কবিতা লিখেছিলেন, গান বেঁধেছিলেন। দেশজননীর বন্ধন মুক্তির জন্যে কেউ কেউ কবিতা লিখেছিলেন আবার কেউ কেউ নিশ্চেষ্ট অলস বাঙালি জাতিকে তার মেরুদণ্ডহীনতার জন্যে কটাক্ষ করেছিলেন ও দেশের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পরোক্ষে প্ররোচিত করেছিলেন। ফলে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত স্বদেশ প্রেমের কবিতা লেখা হয়েছিল প্রচুর।

অবশেষে স্বাধীনতা এল। কিন্তু খণ্ডিত বিপর্যস্ত সে স্বাধীনতা। ইংরেজরা বিদায় নেওয়ার আগে দেশকে জনবল ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল করে দেওয়ার চক্রান্তে সামিল হয়ে দু'টুকরো করে দিল আমাদের দেশকে। জন্ম নিল স্বাধীন ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র। পূর্ববঙ্গ চলে গেল পাকিস্তানে। বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত ফলপ্রসূ হল। দেশভাগের যন্ত্রণা ব্যথিত করল বহু কবি সাহিত্যিককে। বাংলা কাব্যে দেশপ্রেমের জোয়ার বইল দেশভাগকে কেন্দ্র করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে চীন-ভারত যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ষড়যন্ত্র ও ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ শক্তিকে নানাভাবে সাহায্য দান, ভাষা শহীদ আন্দোলন ও বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মদান বাংলার কবিদের দেশ প্রেমে প্রাণিত করেছিল।

তারাশঙ্কর ধাত্রী দেবতায় বলেছেন দেশ শুধু মাটি নয়, দেশ মাটি ও মানুষ। দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে ভালোবাসাই দেশপ্রেম। জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ ও বঙ্গভূমির প্রতি ভালোবাসাই দেশবাসীর জাতিত্ব চেতনার উদ্বোধক। কিন্তু এই বিশ্বায়নের যুগে স্বদেশপ্রেম যেন কিছুটা ক্ষীয়মান। স্বদেশপ্রেমের কেউ এখন আর যুবসমাজ তথা বাংলার মানুষকে হয়ত সেভাবে আলোড়িত করে না। রবীন্দ্রনাথের গোরা জাতধর্মের উর্দ্ধে উঠে আনন্দময়ীর মধ্যে দেখেছিল কল্যাণের প্রতিমা, ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে। পরেশবাবুর কাছে সে সেই দেবতার মন্ত্র নিয়েছিল যিনি হিন্দুর নন, খ্রিস্টানদের নন, মুসলমানের নন, যিনি সকলের। জাতিধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় আজ তাই খুব বেশি করে দরকার স্বদেশপ্রেম। দেশের মাটি মানুষ সবই আমার একান্ত আপনার, আমার বন্ধু আমার ভাই, এই বোধের আলোকে উদ্বুদ্ধ হলে দেশের মঙ্গল। তাই বাংলা স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলিকে এক সঙ্গে বাঁধবার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা। অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশায়।

আমি কবি নই, দু একটি কবিতা মাঝে মাঝে লিখলেও সবাই যে কবি নয় তাও মানি। কিন্তু কবিতা আমার আজীবন ভালোবাসার বিষয়। 'কবিতা আমার আজন্মকালের প্রেয়সী' বলার মতো স্পর্ধা নেই, থাকলে খুশি হতুম। কবিতাগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে খুব বেশি যে কারো সাহায্য পেয়েছি বা নিয়েছি সে কথা বলব না। কবিতাগুলি প্রকাশ করার অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পুনশ্চর সন্দীপ ও সপ্তর্ষি। ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। আর আমার স্ত্রী অর্পিতা ও মেয়ে অয়না প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে আমাকে অকৃতজ্ঞ হতে হবে।

জানুয়ারি ২০১৪

দিলীপকুমার রায়

সূচিপত্র

ঈশ্বর গুপ্ত
- মাতৃভাষা ১৩
- ভারতভূমির দুর্দশা ১৪
- স্বদেশ ১৭

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- বঙ্গভাষা ১৯
- বঙ্গভূমির প্রতি ২০

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
- ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য (পদ্মিনী উপাখ্যান) ২১

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- জন্মভূমি ২৩

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- বন্দেমাতরম্ ২৪

নবীন চন্দ্র সেন
- পলাশীর যুদ্ধ (নির্বাচিত অংশ) ২৫

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
- একসূত্রে বাঁধিয়াছি ২৬

গোবিন্দচন্দ্র দাস
- স্বাধীনতা ২৭
- তাড়কার বন ৩০
- স্বদেশ ৩৩

স্বর্ণকুমারী দেবী
- তবু তারা হাসে ৩৭
- শত কণ্ঠে কর গান ৩৮

গিরিন্দ্র মোহিনী দাসী
- বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান ৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- অয়ি ভুবন মনমোহিনী ৪০
- সার্থক জনম আমার ৪১
- দেশ দেশ নন্দিত করি ৪২
- জনগণমন অধিনায়ক ৪৪
- আমার সোনার বাংলা ৪৬
- ও আমার দেশের মাটি ৪৭
- হে মোর চিত্ত ৪৮
- মাতৃমন্দির পুণ্য–অঙ্গন কর ৪৯

মানকুমারী বসু
- আমাদের দেশ ৫০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
- ধনধান্য পুষ্পভরা (সাজাহান (১৯০৯)/নাটক) ৫৬
- পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। ৫৮
- তোমারেই ভালোবেসেছি। ৫৯
- ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী। ৬০
- যেদিন সুনীল জলধি হইতে ৬১
- আজি গো তোমার চরণে জননী ৬৪
- বঙ্গ আমার জননী আমার ৬৬

কামিনী রায়
- মা আমার ৬৯

হরিদাস হালদার
- স্বদেশের স্বর্ণরেণু ৭০

রজনীকান্ত সেন
- বঙ্গমাতা ৭১
- ভারতভূমি ৭২
- জন্মভূমি ৭৩
- শক্তি সঞ্চার ৭৪

অতুলপ্রসাদ সেন
বল, বল, বল সবে ৭৫
উঠ গো, ভারতলক্ষ্মী ৭৭
হও ধরমেতে ধীর ৭৮
সরলা দেবী
বন্দী তোমায় ভারত জননী ৭৯
কুসুমকুমারী দাসী
উদ্বোধন ৮০
মায়ের প্রতি ৮১
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
বন্দনা ৮২
কোলাকুলি ৮৩
মিলন ৮৪
পদ্মপুকুরে ৮৫
মঙ্গলগীতি ৮৬
মাতৃস্তোত্র ৮৭
মুকুন্দ দাস
জাগো গো, জাগো জননী ৮৯
যতীন্দ্রমোহন বাগচী
জন্মভূমি ৯০
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গান ৯২
আমরা ৯৩
বঙ্গজননী ৯৬
কোন্ দেশে ৯৭
গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি ৯৮
কুমুদরঞ্জন মল্লিক
ভারতমহিমা ১০৩
মাতৃস্তোত্র ১০৫
আমাদের ভারত ১০৬
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
শরতে বঙ্গভূমি ১০৮
মোহিতলাল মজুমদার
বাংলার ফুল ১১০
বঙ্গলক্ষ্মী ১১২
কবিধাত্রী ১১৩
কালিদাস রায়
বঙ্গভূমি ১১৫
কৃষিসঙ্গীত ১১৬
আর্যাবর্ত ১১৮
পল্লীশ্রী ১১৯
শরতের গ্রামপথে ১২১
গোলাম মোস্তাফা
পল্লীমা ১২৩
কাজী নজরুল ইসলাম
কাণ্ডারী হুশিয়ার ১২৫
চল্ চল্ চল্ ১২৬
জীবনানন্দ দাশ
তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও ১২৮
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ১২৯
আবার আসিব ফিরে ১৩০
অমিয় চক্রবর্তী
বাংলাদেশ ১৩১
বসুধা ১৩৩
বড়োবাবুর কাছে নিবেদন ১৩৫
যৌগিক ১৩৬
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
পুব-পশ্চিম ১৩৭
জসিমুদ্দিন
দেশ ১৩৯
অন্নদাশঙ্কর রায়
খুকু ও খোকা ১৪১

বিষ্ণু দে
বাংলাহ আমাদের ১৪২
এ জনতার ১৪৩
আমি বাংলার লোক ১৪৪
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত ১৪৫
এক পৌষের শীত ১৫৩
অরুণ মিত্র
জন্মভূমিতে ১৫৫
ভাষা-জননী ১৫৬
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
১৯৪২-এর পর ১৫৭
বাংলাদেশ ১৫৮
দিনেশ দাশ
ভারতবর্ষ ১৫৯
গোলামখানা ১৬১
সমর সেন
পঞ্চম বাহিনী ১৬২
রোমন্থন ১৬৪
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
ঘোষণা ১৬৭
জননী জন্মভূমি ১৬৯
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স্বদেশ প্রেমের দীপ্ত মহিমায় ১৭১
জন্মভূমি আজ ১৭২
তেরো নদীর জল ১৭৩
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
রে কন্যকা, স্বদেশ আমার ১৭৪
নাম বাংলাদেশ ১৭৬
হিমাচল আসমুদ্র রুদ্র ১৭৮
বাংলা, হায় বাংলা ১৮৫
এই দেশ ১৮৭
জননী যন্ত্রণা ১৮৯
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
স্বদেশ আমার ১৯০
দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে ১৯২
নিদ্রিত, স্বদেশে ১৯৩
রাম বসু
নৈঃশব্দের দেশ ১৯৪
অধিকৃত ১৯৬
সুকান্ত ভট্টাচার্য
প্রার্থী ১৯৮
বিবৃতি ২০০
বোধন ২০২
চিরদিনের ২০৬
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
হারিয়ে গেছে ২০৮
এই বাংলাদেশের ওড়ে রক্তমাখা
নিউজপেপার বসন্তের দিনে! ২০৯
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
ভাষাদেশ ২১২
দেশ, আমার গৌরী ২১৩
অমিতাভ দাশগুপ্ত
পাসপোর্টবিহীন বাংলাদেশ ২১৪
স্বদেশ ২১৫
আমার নাম ভারতবর্ষ ২১৬
তারাপদ রায়
ভারতমেলা ২১৮
ভারতবর্ষের মানচিত্র ২১৯
শামসুর রহমান
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ২২০
আশিস সান্যাল
ভারতবর্ষ ২২৩
এ ভারত ২২৫
আমার স্বদেশ ২২৬
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
যদি হয় ২২৭
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
ভারতবর্ষে ২২৯
সুবোধ সরকার
বাংলা ২৩০

কবি পরিচিতি ২৩১

মাতৃভাষা

ঈশ্বর গুপ্ত

মায়ের কোলেতে শুয়ে, ঊরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচন-রচন।
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি কটুভাষা,
ব্যাকুল হয়েছে কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা-বা-ব্বা-বা-বা, আবো, আবো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়।।
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচো, সাপ,
স্থল, জল, আকাশ, অনল।।
ভালো-মন্দ জানিতে না, মলমূত্র মানিতে না,
উপদেশ শিক্ষা হল যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার।।
যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।।

ভারতভূমির দুর্দশা

ঈশ্বর গুপ্ত

ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়।।
মনে হলে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব বলি কভু, প্রত্যয় না হয়।।
কিরূপে বিজাতীয় রাজা, রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে, আহারিল গ্রাসি।।
বেদরূপ সুধাভাণ্ড, লয় হল ক্রমে।
মানুষ মানসফল, মোহ আর ভ্রমে।।
ললিত মালতী লতা, ভারতের ভাষা।
কটুতা কীটের যাহে, নিতি মিলে বাসা।।
কবিতা কুসুম কলি, ফুটেছিল কত।
সাহিত্য স্বরূপ মধু, পূর্ণ অবিরত।।
অলংকার পত্রপুঞ্জ, লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার, সুবিচিত্র রাগ।।
শাস্ত্ররূপ ফল এক, ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুবর্গ, ফল যাহে পায়।।
বেদ বিধি রসভার, অপরূপ ভাণ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার, যেই করে পান।।
অগ্নিহোত্র আদি নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়া।
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এ সব আশ্রিয়া।।
বিজ্ঞান স্বরূপ বীজ, ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য লতিকা যাহে, জনিতা বিরলে।।
এমন সুখের লতা, আশ্রয় বিহনে।
দিন-দিন ম্রিয়মানা, দুঃখের কাননে।।
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী, মনুষ্য কোথায়।
অসত্য হইল সত্য, মিথ্যার প্রভায়।।
অবিদ্যায় অবসন্ন, মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়ী, আদর ভাজন।।

প্রসন্নতা প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ প্রভব কভু, নাহি হয় মনে।।
প্রদীপের দীপ্তিরূপ, প্রপঞ্চ আমোদে।
মুগ্ধ মন মধুকর, প্রমোদা-প্রমোদে।।
প্রদ্যুম্ন প্রবল অতি, প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা, দগ্ধ করে অঙ্গ।।
রাগে অনুরাগ হত, রোষাল রসনা।
নয়নে নয়নে করে, আগুনের কণা।।
গরল মিশ্রিত তাহে, মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি হয়, যাহাতে নিধন।।
কটাক্ষের শরে করে, সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীরে যেন সরোবর-নীর।।
ললিত হয়েছে পুনঃ, লোভরূপ ফাঁস।
পরায় মনের গলে, বাসনা-বাতাস।।
পরদারা পরধনে হরণে ব্যাকুল।
বিহ্বল লালসা মদে, সদা স্থূলে ভুল।।
মোহ-মেঘ করে আছে, বিবেক আচ্ছন্ন।
চেতনা-চন্দ্রিকা যাহে, গুপ্ত প্রতিপন্ন।।
দারাসুত সহ সমাবেশ সর্বক্ষণ।
চিত্তের কমলে মায়া, হয় সঞ্চারণ।।
মদেতে প্রমত্ত মন, বিপদ ঘটায়
পরের সম্পদে সদা কাতর করায়।।
ঈর্ষা-হিংসা-দ্বেষ মদে, পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই, ইতর বিশেষ।।
গরিমা গরলে গেল, গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম, অপর রৌরব।।
এইরূপ ষড়রিপু, নির্ধারিত নহে।
সোনার ভারতভূমি, ভস্ম করি দহে।।
যত লোক অলসে অবশ কলেবর।
দরিদ্র পরের ছিদ্র, সন্ধানে তৎপর।।
নাহিমাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম কর্ম মর্ম, গুপ্ত সবাকার।।
কুকর্মেতে শূন্য হয়, ধনের ভাণ্ডার।

সুকর্মে মুদিত হস্ত, কমল আকার।।
কোনোমতে বুদ্ধি যাহে, হয় স্বীয় গর্ব।
করেন বিবিধ পর্ব, শ্রাদ্ধ আদি সর্ব।।
কিরূপ পাতক বৃদ্ধি, উৎসবের দিনে।
লিখিতে লেখনী যায়, লজ্জার অধীনে।।
হিন্দুধর্ম রক্ষা হেতু, যে করে উদ্যোগ।
বালির সেতুর প্রায়, সেই কর্মভোগ।।
ধর্ম রক্ষা হেতু এক, বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে।।
অবশেষে ধনাভাবে, হল ছায়াবাজি।
বিপক্ষে দিতেছে গালি, বলি ছুঁচোপাজি।।
ধর্ম-সভাপতি সবে, ধর্ম-অধিকারী।
কি কর্ম করিছে যত, উত্তরাধিকারী।।
পিতা পৌত্তলিক, পুত্র একেশ্বরবাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত, সবধর্মবাদী।।
হিন্দু নাম ইঁহাদের, হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র, মরাল যেমন।।
ইঁহারা করেন ঘৃণা, খ্রিস্টিয়ানগণে।
কোকিল দোষেন যেন, কাকের বরণে।।
এরূপেতে পুণ্যভূমি হল ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা, রক্ষা নাহি আর।।
ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়।।

স্বদেশ

ঈশ্বর গুপ্ত

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পুরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি।।
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ।।
প্রসূতি তোমার যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার।।
কত শস্য ফলমূল, না হয় আবার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ।।
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণীরানী-করে।।
ধরিয়া ধরার পদ পেয়ে পদ নদী, নদ
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে।।
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।